আজাদ হিন্দ ফৌজ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়

অনন্ত চন্দ্র

Semester-4

ইতিহাস বিভাগ

আকবরের রাজপুত নীতি

মধ্যযুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজপুত জাতির সঙ্গে মুঘল সম্রাট আকবরের উদার ব্যবহারকে এক উচ্চ রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচায়ক বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করে থাকেন। সতীশ চন্দ্র মনে করেন আকবরের রাজপুত নীতিকে তিনটি স্তরে বিভক্ত করা যেতে পারে — 1572 খ্রী: গুজরাট অভিযান পর্যন্ত প্রথম পর্ব, 1578 খ্রী: মুঘলদের কাশ্মীর ও চিতোর-রণথম্ভোর অভিযানের প্রস্তুতির লক্ষ্যে [illegible] রাজা ভগবন্তদাস এবং মানসিংহের যোগদান পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব এবং আকবরের রাজত্বের বাকি বছরগুলি হল তৃতীয় পর্ব। শেষ জীবনে হুমায়ুন রাজপুতদের নিজ পক্ষে আনার জন্যে সচেষ্ট হলেও সেইসময় দিল না। রাজপুতদের মুঘল অভিজাতমণ্ডলীতে অন্তর্ভুক্ত করার নীতি উদ্ভাবনের কৃতিত্ব আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁরই প্রাপ্য বলে আব্দুল বাকী নেহাওন্দী তাঁর 'মাসির-ই-রহিমী' গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আকবর নিজের অভিজাত গঠন করার জন্যেই চাইতেন অভিজাতদের ক্ষমতা খর্ব করেন এবং আফগান, তুর্কি ও মোঙ্গলদের মধ্যে একটা ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য রাজপুতদের নিজ দরবারে সম্মানিত ও সমমর্যাদাপূর্ণ সদস্য হিসাবে স্থান দিতে বদ্ধপরিকর হলেন।

আকবর রাজপুতনায় স্থানীয় রাজন্যবর্গকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন, নয়তো অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন এবং তাঁদের সাম্রাজ্যের অংশীদার করেন। এই নীতিকে সফল করার জন্য 1562 খ্রী: [illegible] বিবাহের কূটনীতি চালু করেন এবং অম্বরের রাজা ভারমল তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যার

Scanned by CamScanner

সঙ্গে আকবরের বিবাহ দেন, অম্বর থেকেই মানসিংহ ও ভগবন্তদাস আকবরের চাকরি গ্রহণ করেন, বিকানীরের রাজা কল্যানমলের ভাইয়ের এক কন্যাকে, জয়সলমীরের রাওয়াল হর রাইয়ের কন্যাকে এবং যোধপুরের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যাকে আকবর বিবাহ করেন, রাজপুত মহিষীর গর্ভজাত সন্তান সেলিমকে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক নতুন মাত্রা যোগ করেন, তারপর পুত্র সেলিমের সঙ্গে ভগবন্তদাসের কন্যার বিবাহ দেন এবং অন্যান্য রাজপুত রমণীদের সঙ্গেও সেলিমের বিবাহ দেওয়া হয়, বেনীপ্রসাদ 'History of Jahangir' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "It symbolised the dawn of a new era in Indian politics".

অবশ্য কোনও কোনও ঐতিহাসিক আকবরের এই নীতিকে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের মন্ত্ররূপে দেখেছেন, তাঁদের মতে আকবর রাজপুত কন্যাদের জোর করে বিবাহ করেছিলেন, এই তথ্য যথার্থ নয়, J.F. Richards এর মতে, বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে একদিকে রাজপুতদের ও মুঘলদের রাজনৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল, অন্যদিকে রাজপুতদের ও তাদের সামাজিক মর্যাদা মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এমনকি এর দ্বারা রাজপুতনায় সামাজিক বিশেষত্ব ক্ষুন্ন হয়নি, যদি তা হত, তাহলে রাজপুতনায় সামাজিক বিক্ষোভ সৃষ্টি হত বলে 'The Mughal Empire' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, মুসলমান অধিকারের প্রথম থেকে এমন কতকগুলি প্রথা প্রচলিত ছিল, যা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজাদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, সেগুলিকে 1563-64 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আকবর রদ করেন, হিন্দু তীর্থযাত্রীকর, জিজিয়া কর, যুদ্ধবন্দী হিসাবে ~~চিহ্নিতকরণ~~ চিহ্নিতকরণ প্রতিদাস করার রীতি, রাজপুত যোদ্ধা রাজপুত রাজ্যগুলির সামাজিক, প্রথাগুলি রদ করেন এবং রাজপুত রাজ্যগুলির সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন, সুফি,

Scanned by CamScanner

আকবর রাজপুতদের ক্ষেত্রে অস্ত্র ও মৈত্রী নীতি একইসাথে গ্রহণ করায় আকবরের কূটনীতিকে 'a master stroke of deplomacy' বলে অভিহিত করা হয়। 1562 খ্রী: মালব, 1568 খ্রী: রনথম্ভোর, 1570 খ্রী: মাড়ওয়ার, বিকানীর এবং জয়শলমীর রাজ্যের বিরুদ্ধে তাঁকে অস্ত্রধারণ করতে হয়। তবুও বেশ কিছু রাজপুত রাজ্য আকবরের অধীনে আসে, তবে মেবার দীর্ঘকাল আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থা চালিয়ে যাচ্ছিল। 1576 খ্রী: হলদিঘাটির যুদ্ধে মানসিংহের নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী রানা প্রতাপকে পরাজিত করে। আবার প্রথম থেকেই তিনি মানসিংহকে দশ হাজারী মনসব দেন। অন্যান্য সামন্তদেরও মনসব দেন এবং রাজপুতানার যেসকল রাজা ও সামন্ত মুঘলদের মনসব গ্রহণ করেন তাদের নিজ নিজ রাজ্যকেই জায়গীর হিসাবে চিহ্নিত করা হল। এগুলি সবই ছিল বংশানুক্রমিক বা ওয়াতন জায়গীর। এছাড়া দেখা যায়, মৌসুমী কৃষকদের বড় অংশই রাজপুত রাজাদের সেনাদলের অংশ হওয়ার সুবাদে মুঘল অভিযানের অংশীদার। ফলে রাজপুতানার আর্থিক উন্নতি ও [illegible] ঘটতে থাকে। কর্নেল টড তাঁর 'Annals and Antiquities of Rajasthan' গ্রন্থে বলেছেন আকবর ছিলেন রাজপুতানার প্রথম সফল বিজেতা, তিনি সোনার শিকল দিয়ে উদ্ধত রাজপুতদের বাঁধতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত আকবরের রাজপুত নীতির সঙ্গে আফগান নীতির পার্থক্য লক্ষণীয়। আফগানদের ক্ষেত্রে তিনি [illegible] অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। ~~[illegible]~~ বর্তমানকালে আলিগড় গোষ্ঠীর অন্যতম ঐতিহাসিক ইকতিদার আলম খান, ইরফান হাবিব সম্পাদিত 'Medieval India' গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের প্রথমদিকের নীতিগুলির পুনর্মূল্যায়নের চেষ্টা করে এমন কিছু বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেগুলি প্রচলিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ যুক্তি হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তাঁর মতে

Scanned by CamScanner

1560-75 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দুটি স্থানীয় গোষ্ঠী রাজকার্যে নিযুক্ত হয়, যথা- রাজপুত দলপতি এবং ভারতীয় মুসলমানরা, এর ফলে অভিজাতশ্রেণীর তুরানী চরিত্র ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে এবং প্রশাসনিক সংগঠনে চাঘতাই রীতিনীতির অবলুপ্তি ঘটে। এই ঘটনাই আকবরকে রাজকীয় ক্ষমতা সম্পর্কে বিকল্প তত্ত্ব অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর মতে মুঘল আমলে আকবর স্বয়ং রাষ্ট্র পরিচালনার ~~[illegible]~~ ভার হাতে নেওয়ার পর থেকে সরকারী কাজে রাজপুত কর্মী নিয়োগ শুরু হয়। 'শেখজাদা' বা ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। ইকতিদার আলম খানের মতে আকবর রাজপুতদের সঙ্গে যে উদার মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন, তা রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই। কোনও ধর্মীয় উদারতা বা বৌদ্ধিক প্রভাবে নয়।

এ থেকে মনে হয়, মুঘল প্রশাসনে রাজপুতদের যোগদানের কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে। ইকতিদার আলম খান একথা স্বীকার করেছেন যে, 1580খ্রী: নাগাদ আকবরের এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, এই বছরেই দ্বিতীয়বার জিজিয়া রদ এবং মাহজার জারি নিঃসন্দেহে বাতিল করা। 1578 খ্রীষ্টাব্দের পর আকবর রাজপুতদের উপর বেশী মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ~~1578 খ্রীষ্টাব্দের পর আকবরের~~ ~~রাজপুতদের উপর বেশী~~ কারণ মাহজারের ঘোষণার ফলে উলেমাদের বিরাগভাজন হন এবং তুরানী অভিজাতেরা তাঁর উপর তুষ্ট না থাকায় মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আকবর রাজপুতদের উপর নির্ভর করতে থাকেন। আকবরের রাজপুতদের প্রতি মিত্রতার নীতি ভারত ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে এবং এরই ফলে রাজপুত জাতি মুঘল সাম্রাজ্য রক্ষায় ও সম্প্রসারণে যে সংগ্রাম করেছিল, তার গুরুত্ব কম নয়।

Scanned by CamScanner

সাম্প্রতিককালে সতীশ চন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন, মুঘল শাসনব্যবস্থায় রাজপুতদের অন্তর্ভুক্তি এবং অন্যান্য অভিজাতদের সঙ্গে তাদের সমন্বয়যুক্ত করা একটি 'Composite ruling class' নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ। তিনি 'আইন-ই-আকবরী' তে প্রদত্ত 1575 থেকে 1595 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তীকালের 500 বা তদুর্ধ্ব মনসবদারদের একটি তালিকা তুলে ধরেছেন। যেখানে দেখা যাচ্ছে যে, এই ধরনের মোট 184 জন মনসবদারের মধ্যে - হিন্দু 30 জন (16.30%), যার মধ্যে 27 জন রাজপুত, 64 জন তুরানী - (34.78%), ইরানী 47 জন (25.54%) এবং হিন্দুস্থানী 34 জন (18.48%)। বাকি নয়জনের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না। কিন্তু তিনি মনে করেন কেবলমাত্র এই পরিসংখ্যান হিন্দু অভিজাতদের ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র দিতে পারে না। যাঁরা হিন্দুদের ক্ষমতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বদায়ুনী দাবী করেছেন, আকবরের রাজপুত মহিষীবর্গ হিন্দু রাজপুতদের প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে আকবরকে প্রভাবিত করেছিলেন। সতীশচন্দ্র আরও মনে করেন, আকবরের সময় থেকেই ভারতের জাতিগোষ্ঠীগত ঐক্যকে বিনষ্ট করার একটি প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। তাই সেনাবাহিনীতে মিশ্রপ্রকারের জাতিগোষ্ঠীর সমাহার শুরু হয়েছিল। এইভাবে আকবর একটি ভারসাম্য আনার চেষ্টা করেছিলেন, তবে নানা কারণে তা পুরোপুরি সফল হয়নি। তথাপি আকবরের রাজপুত নীতি ছিল মুঘল শাসনকালে একটি অভিনব পদক্ষেপ।

Scanned by CamScanner